দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া আইন চূড়ান্ত, শীঘ্রই অধ্যাদেশ জারি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করতে নানা ধরনের বিধিবিধান নিয়ে করা দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইনটি এখন চালু হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিছু দিনের মধ্যেই এটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হচ্ছে। ইতোমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭' নামে এই আইন চালুর নীতিগত অনুমোদনও হয়ে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উপসচিব রবিবার জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, এটি এখন আইনগত দিক যাচাই-বাছাইয়ের (ভ্যাটিং) জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে আসার পর প্রয়োজনীয় কাজ শেষে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে এবং তখন থেকেই নতুন আইন মেনে চলতে হবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে।

অন্যদিকে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠন এই নতু আইন চালুর বিরোধিতা করছে। তারা প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ জারি না করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন মহলেও এই অধ্যাদেশ জারি না হওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা-তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকার বলছে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করতেই এই আইন চালু করা হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম অনিয়ম-অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল। ২০০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৪" নামের একটি আইন প্রস্তাবনায় এনে সরকারের কাছে জমা দিলেও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চরম অনীহার কারণে সেই আইনটি আর বাস্তবায়ন হয়নি। প্রস্তাবিত সেই আইন সংসদ অধিবেশনে পাস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গিয়েও শেষ পর্যন্ত সেটি হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-অভিযোগ সীমানা ছাড়িয়ে যায়। অনিয়মের কারণে বন্ধের সুপারিশকৃত আটটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়। তবু বন্ধ হয়নি অনিয়ম। বরং মালিকরা তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করতে অনিয়মের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। সরকারের পক্ষ থেকেও বার বার অনিয়ম বন্ধসহ প্রয়োজনীয় শর্ত মানার জন্য তাগিদ দিলেও তা বন্ধ হয়নি। মূলত প্রচলিত দুর্বল আইনের কারণেই অনিয়ম করেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পার পেয়ে যাচ্ছিল।

এমনি পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার চাচ্ছে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও কঠোর আইনের আওতায় আনতে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার পথ রুদ্ধ করতে নতুন নতুন নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত আইন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেখানে যোজনবিজন করে আইনের খসড়া পাস করে সেটি চূড়ান্ত করা হয়। সূত্রমতে নতুন আইনে মালিকদের পরিবর্তে উপাচার্যদের নির্বাহী প্রধান করা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যবসার পথটিও রুদ্ধ করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৭' নামে এই আইন উপদেষ্টা পরিষদের সভাতেও নীতিগত অনুমোদন করা হয়। মূলত এরপর থেকেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করে মাঠে নামে। তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়সভা করেও এই অধ্যাদেশ জারি না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব রবিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, ১৯৯৮ সালের সংশোধিত আইনটি খুবই দুর্বল। তাই নতুন আইন জরুরী। তিনিও জানান, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি ব্যাটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সূত্রগুলো বলেছে, সেখান থেকে আসার পর প্রয়োজনীয় কাজ শেষে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে এবং তখন থেকেই এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চলতে হবে।